R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার (সুপার পেট্রল) পেট্রল, টারবোজেট (সুপার ডিজেল) ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H. P. Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে চৈত্র, বুধবার, ১৪১৪ সাল। ২রা এপ্রিল ২০০৮ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরকে সমাজবিরোধীদের হাতে তুলে দিয়ে অপদার্থ আই সি বীরভূম চললেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর এলাকায় চুরি ছিনতাই ব্যাপকভাবে বেড়ে গেলেও পুলিশ কোনটারই কিনারা করতে পারেনি। থানার বর্তমান আই, সি শুভেন্দু ব্যানার্জীর অপদার্থতা ও অসাধুতাকে এর জন্য স্থানীয় মানুষ দায়ী করছেন। গরু পাচার, চোরাচালান, শহরের এখানে ওখানে সমাজবিরোধীদের দাপট, লজগুলোতে নারী ব্যবসা চললেও আই, সি চাঁদির জুতো খেয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। শহরে রাতে সাইকেল বা রিক্সায় আলো থাকে না, মোটর সাইকেলে গতি (শেষ পৃষ্ঠায়)

আইনজীবীদের কর্মবিরতির জেরে অচল জঙ্গিপুর আদালত

অসিত রায় : 'পারিবারিক আদালত' জঙ্গিপুর মহকুমার পরিবর্তে জেলার সদর শহরে স্থানান্তকরণের বিরুদ্ধে এবং পারিবারিক আদালতের বিচারাধীন বিষয়গুলো যাতে স্থানীয় আদালতেই বিচার হয় সেইসাথে বিচার প্রার্থীদের সুবিধার জন্য জঙ্গিপুর আদালতের আইনজীবীরা গত ২৪ মার্চ থেকে ৮ এপ্রিল লাগাতার কর্মবিরতির কর্মসূচী নিয়েছেন। তারই অংগ হিসেবে গত ২৬ মার্চ আইনজীবীদের কর্মবিরতি এবং অবরোধে আদালতের কাজকর্ম অচল হয়ে পড়ে। বিচারের আশায় দূর দুরান্ত থেকে আসা বহু মানুষ ফিরে যান। আদালতের ১১টি এজলাসে (শেষ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের অবস্থান বিক্ষোভ রাজনৈতিক অসাধুতা —পুরপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : কংগ্রেসী ওয়ার্ডগুলোতে উন্নয়ন কাজে বৈষম্য, বি, পি, এল তালিকায় কারচুপি, স্বনির্ভর লোন এবং বার্দ্ধক্য ভাতায় অসঙ্গতার প্রতিবাদে জঙ্গিপুর পুরভবনে কংগ্রেসী কাউন্সিলাররা পাঁচ ঘন্টার অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন গত ২৫ মার্চ। পুরসভার বিভিন্ন ষ্ট্যান্ডিং কমিটিতে যেগুলোতে বিরোধী কাউন্সিলাররা আছেন সেগুলোতে তিন বছরের মধ্যে কোন সভা ডাকা হয়নি। এই উপেক্ষার প্রতিবাদে তারা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। এ প্রসঙ্গে পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের বক্তব্য, সরকারী নিয়মে বি, পি, এল তালিকা তৈরী হয়। সেখানে পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের গাইড লাইন মতো (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার ছাড়াই পোলিও প্রোগ্রাম হয়ে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালের আউটডোরের জানলার গ্রীল ভেঙে গত ৩০ মার্চ রাতে ২২টি পোলিও ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের ঢাকনা, ২টি পোলিও ক্যারিয়ার, ২টি বালতি এবং জানলার গ্রীলও দুষ্কৃতীরা নিয়ে যায়। এরফলে ৩০ মার্চের পোলিও প্রোগ্রামে জঙ্গিপুর পুর এলাকার ৪০টি বুথে ক্যারিয়ার সরবরাহ হলেও বাকী ৪০টি সাব-বুথে বিনা ক্যারিয়ারে ভ্যাকসিন হাতে কর্মীরা ঘুরে বেড়ান। এই গরমে এটা কতটা স্বাস্থ্যসম্মত বা শিশুদের শরীরে প্রবেশ করে কোন (শেষ পৃষ্ঠায়)

নিষিদ্ধ পল্লী ভস্মীভূত

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভার ১৯নং ওয়ার্ডের কলাবাগানের নিষিদ্ধ পল্লীটি দীর্ঘদিনের। সেখানে ছিল শ'তিনেক বাসিন্দাদের ৯২টি ঘর। তার পাশে একটা পাটের গুদাম। গত বুধবার গভীর রাতে ভয়াবহ আগুন থেকে কিছুটা পাট সড়ানো গেলেও নিষিদ্ধ পল্লীর সমস্ত ঘরই পুড়ে ছাই। স্থানীয় বাসিন্দা মহাদেব সাহা রাত ২টো নাগাদ টেলিফোনে আগুন (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে চৈত্র, বুধবার, ১৪১৪ সাল।

বিধ্বস্ত পলাশ

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এক সময় লিখিয়াছিলেন ঃ যখন রব না আমি মর্ত্ত কায়ায় / তখন স্মরিতে যদি হয় মন, / তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায় / যেথা এই চৈত্রের শালবন। এই নিভৃত ছায়াচ্ছন্ন চৈত্রের শালবন হইতেছে—যেখানে বিশ্ব আসিয়া মিলিত হইয়াছে—এই শান্তিনিকেতন—যাহা ছিল কবির প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ এবং আত্মার শান্তি। এইখানে আয়োজিত হইয়া আসিয়াছে পৌষ ফাগুনের মেলা বহুকাল হইতে। সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র এই শান্তিনিকেতন। কত গুণী জ্ঞানী মানুষের সমাবেশে, পদার্পণে, উপস্থিতিতে, আবাসিকতায় ইহার মাটি ধন্য। গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ টানিয়া আনিয়াছে কত শত মানুষকে তাহার মার্জিত রুচি এবং সৌজন্য ভরা সাংস্কৃতিক সৌগন্ধে। এই সেই শান্তিনিকেতন হইল সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে সব থেকে আপন।

বসন্তোৎসব শান্তিনিকেতনের আপন বৈশিষ্ট্য এবং আঙ্গিকের স্বকীয়তায় ভরা এক ঐতিহ্যবাহী উৎসব। আমাদের দেশে বসন্তোৎসব বলিতে বোঝায় রঙের উৎসব, হোলির উৎসব। শান্তিনিকেতনের উৎসবের চারিত্র বৈশিষ্ট্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ধারা হইতে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে। রুচিবোধে, রসবোধে তাহা অনন্য। আশ্রমবাসীদের এই অনুষ্ঠানে দেখা যায় উৎসবের অনাবিল ভাবমূর্তি, শিষ্ট শালীনতা এবং মার্জিত মানসিকতা।

কিন্তু বেদনার বিষয় বর্তমানে উৎসবের আঙিনায় লাগিয়াছে অভব্যতার দুরপনেয় মালিন্য। আবির মাখানোর অছিলায় দুর্জনেরা নারীদের অসম্মানিত করে। এই ঘটনা শুধু এখানেরই নহে, সারা দেশেই দোলের দুইটি দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে উৎসবের নামে নগ্ন বর্বরতা, পৈশাচিক আনন্দ। মানুষ জন্তুর উন্মত্ত উল্লাস। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—মানুষের মধ্যে অদমিত জন্তুটি রঙের উৎসবের জন্য অপেক্ষমান থাকে। 'হোলি হ্যায়' শব্দে তাহাদের আস্ফালন। হোলির এই পবিত্র উৎসব ঐ সব অপসংস্কৃতির কবন্ধদের করস্পর্শে কলুষিত।

গ্যাস

অনুপ ঘোষাল

আমাদের জনৈক রাষ্ট্রীয় নেতার মৃত্যুর পর হেলিকপ্টারে করে তাঁর চিতাভস্ম সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। একটা অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারে একটা গরীব দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা এভাবে অপচয় করার জন্য অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু কিছু বলার ছিল না। কারণ ভদ্রলোকের পূর্বপুরুষ-উত্তরপুরুষ সবাই নেতা, নেতার বংশ! নিন্দুকেরা ছাড়বার পাত্র নয়, তারা রটালো—সেই প্রখ্যাত নেতা পরিবারকে দিয়ে গেলেন 'ক্যাশ', দেশকে দিয়ে গেলেন 'অ্যাশ' এবং জাতিকে দিয়ে গেলেন 'গ্যাস'।

অথচ হোলি হইল সবার রঙে রঙ মিলাইবার উৎসব। দিনে দিনে এই উৎসব কিন্তু হারাইতে বসিয়াছে তাহার ভাবগত ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ। এই ফাল্গুন পূর্ণিমায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব, শোনাইয়াছিলেন প্রেমের বাণী, সম্প্রীতির কথা। হৃদয়ের হৃদ্যতার রঙে রাঙাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন সবার মন। আবির কুমকুম ছিল তাহার বাহ্যিক অনুষঙ্গ মাত্র। আজ তাহার বিপরীতটি ঘটিয়া চলিয়াছে মফঃস্বল গ্রাম গঞ্জের বুকে। সোল্লাসিত জনতা বাজারী সস্তা রঙ লইয়া পথে ঘাটে অঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করিয়া অবদমিত ইচ্ছার উদ্যত উলঙ্গ প্রকাশ ঘটাইয়াছে এই পবিত্র দিনে। সভ্য মানুষের কী বর্বর আত্ম বিকৃতি!

উৎসবের আঙিনায় এই জাতীয় অসভ্যতা তাহার ধ্যান ধারণার অতীত। সৌজন্যে-শালীনতায়, মার্জিত সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ এই স্থান। এখানে রুক্ষ মাটির বুকে সবুজের সমারোহ, গাছে গাছে পলাশ কিংশুক করবীর পুষ্পিত প্রলাপ। প্রকৃতির নান্দনিকতাও রক্ষা পায় নাই দুবৃত্তদের কবল হইতে। প্রস্ফুটিত অশোকে পলাশে সেখানে বসন্তের যে সমারোহ সেখানেও পড়িয়াছে নির্মম হাতের স্পর্শ—ঘটিয়াছে পলাশ নিধন। গাছের শোভা অপহৃত হইয়াছে। এখানের বসন্তোৎসবের প্রেরণা এবং রূপকার ছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার সেই বাণী আজিও কানে বাজে—স্মরিতে যদি হয় মন, / তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায় / যেথা এই চৈত্রের শালবন। কিন্তু আজ? সংস্কৃতির পাদপীঠে অপসংস্কৃতির এই দৌরাত্ম্য সভ্য সংস্কৃতিবান মানুষের লজ্জা সন্দেহ নাই।

বিড়ি মুন্সীদের পি এফ-এর দাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি মুন্সী ইউনিয়ন এর সম্পাদক মোস্তাক আহম্মেদ জানান, বর্তমানে বিড়ি মালিকদের বিভিন্ন প্রকার হেনস্থার ফলে তারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। বিড়ি শ্রমিকদের পি, এফ চালু হলেও মুন্সীদের জন্য আজো চালু হয়নি। এছাড়া ২০০৫ এর পর মুন্সীদের কমিশন বাড়েনি। তাই বিড়ি মুন্সীরা মালিকদের সঙ্গে ৪ দফা দাবী নিয়ে আলোচনায় বসতে চাই। দাবী পুরণ না হলে তারা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

নিন্দুক যতই রসিকতা করে গ্যাসের কথা বলুক না কেন, গ্যাসের মত দরকারি জিনিস আর দুটি নেই। গ্যাস খাইয়ে অনেক কিছু আদায় করে নেয়া যায়। সারাজীবন তোমাকে দেখব বলে গ্যাস দিয়ে বাবার কাছ থেকে ছেলে নিজের নামে সম্পত্তি লিখিয়ে নেয়, 'বস্'কে গ্যাস মেরে প্রমোশনের চিঠিতে খস্ করে সই করিয়ে নেয় অধস্তন কর্মচারি, গ্যাসের মিশেলে বক্তৃতা ফাঁপিয়ে নেতারা পার হয়ে যান ভোটের বৈতরণী। ক্যাশ খান না, এমন সৎ কর্মচারী পাওয়া সম্ভব, কিন্তু গ্যাস খান না এমন লোক দেখেছেন? প্রথমে ক্যাশ দিয়ে চেষ্টা করে দেখুন কড়া অফিসারকে নরম করতে পারেন কিনা, না পারলে বলুন—'আহা, আপনি তো দেবতা ময়, ক্যাশ খান না! এমন সৎ মানুষ জীবনে দেখিনি।' ব্যাস কাম ফতে। ক্যাশ যা পারল না, গ্যাস অনায়াসে তা উৎরে দিল।

জাতিকে গ্যাস দিয়ে গেছিলেন সেই নেতা। তখন কে জানত—গ্যাস শুধু রাঁধবে না দরকার হলে বেয়ারা বৌকে পুড়িয়ে নিকেশ করে দেবে। তেমন প্রয়োজনে গ্যাসের রেগুলেটরটি বিগড়ে রেখে দিয়ে ঝোলা হাতে বেরিয়ে যান, বাজার সেরে ফিরে দেখবেন গোঁয়ার গিন্নী ছাই হয়ে পড়ে আছেন। পথের কাঁটা সাফ। ঝাঁটা দিয়ে ছাই সাফ করে একটি হাইক্লাশ কনেকে ঘরে তুলুন, কোন ঝামেলা নেই। নতুন বৌ-কে শুনিয়ে দিন—গ্যাস কিন্তু আছেই, সাবোধান!

এই গ্যাস নিয়ে এখন হুজ্জৎ চলছে ডিষ্ট্রিবিউটরের সঙ্গে পাবলিকের। সাপ্লায়ের অপ্রতুলতা দেখিয়ে হাজার নিয়মের বেড়াজালে জড়িয়ে সিলিন্ডার দিতে দেরী করছে। আর ফাঁক ফুকোর দিয়ে চড়া দামে বিক্রী চালু রেখেছে। আর নেতারা বলছে, ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমরা জনগণের সঙ্গে আছি, থাকবো।

কিডনি চুরি

শীলভদ্র সান্যাল

পাইকপাড়ার খগেনবাবু লোকটি বড় শান্ত
তাঁর যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনও জানতো ?
দিব্যি ছিলেন খোশমেজাজে চন্ডী ঘোষের আড্ডায়
হঠাৎ দেখি, লাফিয়ে উঠে আওয়াজ তোলেন বাজখাঁই
পাড়ার মধ্যে সেই আওয়াজের নেই তো কোনও জুড়ি
খগেন বলেন, 'ওরে আমার কিডনি গেছে চুরি !'
কিডনি চুরি ! আজব কথা ! তা ও কি হয় সত্যি !
সবাই তো ছাড়, হাসবে শুনে শিশুটি একরত্তি !
বুঝিয়ে বলি, কিডনি চুরি—কখ্খোন তা হয় না
অলক্ষণে এমন কথা কেউ কোনও দিন কয় না !
চোখ পাকিয়ে খগেন বলেন, সব হয়েছিস্ ফক্কর
চতুর্দিকে ঘুরছে জানি, কিডনি পাচার চক্কর ।
শুনতে পাচ্ছি, পাড়ায় পাড়ায় উচ্চ জনরব সে—
কিডনি আমার চুরি যাওয়া—কী আর অসম্ভব সে ?
গৌর-হরি ! হায় কী করি ! কিডনি আমার হায়রে !
'সব ইডিয়ট ! কেউ জানেনা, কখন খোওয়া যায়রে !'
এই বলে ভাই খগেনবাবু করেন সে এক কান্ড
নটরাজের মতন তিনি নৃত্য ধরেন তান্ডব !
নাকের 'পরে উঁচিয়ে ধরেন বিরাট বজ্রমুষ্ঠি
বৃষরাশি না হয়ে ভাই যায় না তাঁহার কুষ্ঠি ।
নৃত্যতালে নৃত্য করে তাঁহার বিপুল ভুঁড়ি
ঝাঁঝিয়ে বলেন, 'ওরে আমার কিডনি গেছে চুরি !
বরাত জোরে কিডনি চোরে ধরতে যেদিন পারব
তার গুষ্টির সব ব্যাটারই শ্রাদ্ধ করে ছাড়ব !
টের পাওয়াব, থাকুক না সে সেকন্দরা সিডনি
কাকে বলে, পাইকপাড়ার খগেন সাহার কিডনি ।'
রুদ্র মূর্তি দেখে তাঁহার সবাই হতবুদ্ধি
কোবরেজকে ডাকতে ছোটে পাড়ার বাছরুদ্দি ।
কেউ বা ইষ্টদেবকে ডাকে, কেউ বা ডাকে পুলিশ
কেউ বা বলে, 'কামড়ে দেবে, সাবধানেতে তুলিস !'
মেজাজ তাঁহার সামাল দিতে সবাই যে হয় কাবু
খগেনবাবুর মধ্যে তো আর নেই তো খগেনবাবু ॥

কেন্দ্রীয় প্রকল্প যথাযথ রূপায়ণে আর্জি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প যথাযথ রূপায়ণে ও জনগণের অধিকার সম্বলিত তথ্য প্রকাশের দাবীতে রঘুনাথগঞ্জ-২ বিডিওকে সম্প্রতি স্মারকলিপি দেয়া হয়। সাতজনের প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহঃ ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস।

বিজ্ঞপ্তি

আমি দিব্যেন্দু বিশ্বাস, আপনাদিগকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে, আমাদের স্কুল অফ কমপিটিশন্স্ (School of Competitions) এর রঘুনাথগঞ্জ শাখার মালিকানা স্বপন মুখার্জী মহাশয়ের নিকট হইতে সুদীপ্তনারায়ণ রায়, বাসন্তী সাহা ও প্রণতি মন্ডলের নিকট হস্তান্তর করা হইল। ইহার পরিবর্তিত ঠিকানা শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুল (গোপালনগর)।

স্কুল অফ কমপিটিশন্স্ এর পক্ষে
দিব্যেন্দু বিশ্বাস

নাট্যশিল্পী পরলোকে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগরের বিশ্বেশ্বর লালা (৮৭) গত ২৯ মার্চ নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এক সময় তাঁর সাবলীল অভিনয় দর্শকদের মনে রেখাপাত করে। সরকারী চাকরী থেকে অবসরের পর বিশ্বেশ্বরবাবু জঙ্গিপুর আদালতে প্রায় দশ বছর ওকালতিও করেন।

বিজ্ঞপ্তি

WALK IN INTERVIEW

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের আদেশবলে মুর্শিদাবাদ জেলা সমাহর্তা করণের অধীন ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তরের বকেয়া কাজ দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে ২ (দুই) জন সহ-ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিকের জন্য উক্ত দপ্তরের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের (যাঁহাদের বয়স ০১/০৪/২০০৮ তারিখে ৬৪ বছরের মধ্যে) চুক্তির ভিত্তিতে ৬ (ছয়) মাসের জন্য নিয়োগ করা হবে। এ ক্ষেত্রে বেতন / পারিশ্রমিক নির্ধারিত হবে। এই ধরনের নিয়োগে সরকারী যে প্রচলিত নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী।

আগামী ১৫ই এপ্রিল ২০০৮ বেলা ১২ টায় মুর্শিদাবাদ প্রশাসনিক ভবনের অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) এর কক্ষে (ঘর নং ২১৪) উপস্থিতি ও সাক্ষাতের ভিত্তিতে নিয়োগ পর্ব সমাধা হবে।

পূর্বতন সরকারী চাকুরীর প্রমাণপত্র এবং আবেদন পত্রসহ নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকতে হবে।

জেলা সমাহর্তা, মুর্শিদাবাদ

Memo No. 441/L. A. K. / En Date 25-3-08

স্মারক নং ২৮৮ (৪)/তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ২৬-০৩-০৮

বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)

রঘুনাথগঞ্জ/জংগীপুর শাখা

স্থাপিত—১৯৭৭ (গভঃ রেজিষ্টার্ড)

২০০৮—২০০৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। নার্শারী ও প্রিপারেটরী ক্লাসে তিন হতে চার বছরের শিশুদের ভর্তি করা চলে। কেজি হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

১। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুল (পুরাতন ভবন)
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ। সময় সকাল ৭টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।

২। জংগীপুর গার্লস হাই স্কুল, পোঃ জংগীপুর।
(সময় সকাল ৭টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)

বিঃ দ্রঃ—রঘুনাথগঞ্জ পারে জুনিয়র হাই ২০০৭—২০০৮ থেকে চালু হয়েছে।

এস. এন. চ্যাটার্জী, প্রিন্সিপ্যাল, রঘুনাথগঞ্জ
ডি. এস. নাথ, প্রিন্সিপ্যাল, জংগীপুর
বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

অঙ্গনওয়াড়ী ও কর্মী সহায়িকাদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা সমিতির প্রায় ২০০ মহিলা সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের সি, ডি, পি-ওর কাছে আট দফা দাবীতে সম্প্রতি ডেপুটেশন দেন। উল্লেখ্য দাবীগুলো ছিল— ১) অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকাদের সরকারী কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে। ২) মাসিক ভাতা ১০০০ এবং এ্যাডিশনাল ৬০০ টাকা সত্ত্বেও ১৮ টাকা করে ট্যাক্স কাটা হচ্ছে, যা অন্য কোন ব্লকে চালু নাই। এটা বন্ধ করতে হবে। ৩) সি, ডি, পি, ওর শাসক গোষ্ঠীর তাঁবেদারি ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। ৪) সবজির বিলের টাকা প্রতি মাসে দিতে হবে ইত্যাদি। ৫) শিশুদের জন্য নিম্নমানের চাল-ডাল সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।

আইনজীবীদের কর্মবিরতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

তালা বন্ধ থাকায় বিচারপতিরা আদালত চত্বরে এসেও ঘুরে যেতে বাধ্য হন। আদালতে নিয়ে আসা বন্দীদের দুটি গাড়ীও ফিরে যায়। বার এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জানান, জেলার পারিবারিক আদালতের জন্য তাদের কোন আপত্তি না থাকলেও মহকুমাগুলোতে পারিবারিক আদালত স্থাপনের দাবীর মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। কান্দী মহকুমাতেও আইনজীবীদের এই আন্দোলন চলছে।

কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যেক ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের নিয়ে বি, পি, এল তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকা ওপরে পাঠানো হয়। তার ভিত্তিতে নামের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়। লিষ্টে প্রকাশ প্রকৃত প্রাপকের নাম বাদ গেলে সেখানে আপত্তির সুযোগ ছিল। এরপর চূড়ান্ত তালিকা এস, ডি, ওর মাধ্যমে প্রকাশ হয়। এখানে চেয়ারম্যানের কারচুরি কি হলো? এটা বিরোধী দলের রাজনৈতিক অসাধুতা ছাড়া কিছু না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়া। মৃগাঙ্কবাবু বলেন— কংগ্রেসী ওয়ার্ডগুলোতে কাজের বৈষম্য কথাটাও ভেক। কোন্ ওয়ার্ডে কি কাজ হবে সেটা ঠিক করে ওয়ার্ড কমিটি। আর ওয়ার্ড কমিটি সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলারই ঠিক করেন। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কমিটির প্রকাশ্যে সভা হয়। নাগরিকরা নিজেদের মতামত রাখার সুযোগ পান সভায়। পুরপতি আরো জানান—পুর এলাকার বিভিন্ন কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য ৬টি ষ্ট্যান্ডিং কমিটি আছে। স্যানিটেশন বিভাগের দায়িত্বে আছেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেসী কাউন্সিলার অনাদিচরণ নাথ। বিভাগের গুরুত্ব মতো ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভা ডাকা হয়। কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের এই সব অভিযোগের কোন গুরুত্ব আছে? প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যেভাবে কাজ হচ্ছে সেভাবেই চলবে। নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যই আমার শেষ কথা।

কনে সাজানো

বিয়েতে কনে সাজানো, মেহেন্দী পরানো, তত্ত্ব সাজানো একমাত্র আমরাই করে থাকি।

শান্তি সাহা, রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরাপল্লী
মোবাইল ঃ ৯৪৭৪৭০৭৬৯৯

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরকে (১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ন্ত্রণ হয় না, শহরের বিভিন্ন ঠেকে মদ জুয়ো, মোড়ে মোড়ে মেয়েদের টিটকারী সবকিছু চলছে। সম্প্রতি ম্যাকেঞ্জি মোড়ে রাজনৈতিক মস্তানদের এলোপাথারী মারধোরে ঐ এলাকার মাছ বিক্রেতা সোনাটিকুরী কলোনীর সুকুমার হালদারের দুই ছেলে রাজকুমার ও তার ভাই গুরুতর জখম হয়। একজনকে আশংকাজনক অবস্থায় কোলকাতা পি জি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। রাজকুমারের মা মঙ্গলী হালদার কয়েকজনের নামে রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন। ক্ষমতাসীন দলকে খুশি রাখতে আই সি সাধারণ ধারায় অভিযোগ এনে দুষ্কৃতিদের জামিনের ব্যবস্থা করে দেন। মাঝে দফরপুর গ্রামে এক বিশাল আম বাগানের গাছগুলো সমাজবিরোধীরা বেপরোয়াভাবে কেটে নিল। থানায় বার বার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও আই, সি রহস্যজনকভাবে চুপ থাকলেন। সেখানেও বখরা। পুলিশের ব্যর্থতায় সম্প্রতি শহরে চুরি-ছিনতাই কিভাবে বেড়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হলো। গত ২০ ফেব্রুয়ারী দুপুরে থানার পেছনে গোপাল আগরওয়ালার বাড়ীর প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢোকে কয়েকজন। তারা জলের ওয়ারিং-এর পাইপ ভেঙে খুলে নিলে ট্যাঙ্কি থেকে জল পড়তে শুরু করে। জলের শব্দে গৃহস্বামী বাড়ীর পেছনে গেলে তাকে দেখে তিনজন যুবক মাল ফেলে রেখে প্রাচীর টপকে পালিয়ে যায়। এর কয়েকদিন পর একইভাবে থানার ঠিক পাশে দেবু গুপ্তের বাড়ীতে দুষ্কৃতীরা জলের লাইনের পাইপ খুলে নেয়। হঠাৎ বাড়ীর কাজের মেয়ে এসে পড়ায় তার চিৎকারে তিনজনের একজন ধরা পড়ে যায়। গণপিটুনির পর তাকে থানায় দেয়া হয়। অরবিন্দ পল্লীর এক মহিলা বইমেলা থেকে বাড়ী ফিরছিলেন। মাঝ পথে তাঁর গলা থেকে সোনার হারগাছা ছিনিয়ে নেয় এক দুষ্কৃতী। গত ১৬ মার্চ রাতে থানার ঢিল ছোঁড়া দূরে অসীম চন্দ্রের তিনতলা বাড়ান্দা থেকে রাতের এঁটো কাঁসার বাসনগুলো চুরি যায়। ১৮ মার্চ রাত ১০৩০ নাগাদ পৈতের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিলেন ইন্দিরাপল্লীর প্রশান্ত সরকার স্ত্রীকে নিয়ে। হঠাৎ তথ্য ও সংস্কৃত দপ্তরের সামনে দু'জন যুবক চড়াও হয়ে প্রশান্তবাবুর স্ত্রীর ব্যাগটা ছিনিয়ে নেয় ও তাঁর আংটি খুলতে গিয়ে আঙ্গুলটাই ভেঙে দেয়। রাস্তায় লোক জমার আগেই দুষ্কৃতীরা মাঠের রাস্তা ধরে। ক্ষমতাসীন দলের লেজুরবৃত্তি করে দীর্ঘ সময় এই থানায় থেকে আখের গুছিয়ে নিলেন আই, সি শুভেন্দু ব্যানার্জী। এখন বীরভূমের সিউড়ীতে ডি, ই, বি দপ্তরে যোগ দিচ্ছেন বলে জানা যায়।

নিষিদ্ধ পল্লী ভস্মীভূত (১ম পৃষ্ঠার পর)

লাগার খবর জানালে সঙ্গে সঙ্গে দমকলের গাড়ী চলে আসে। কর্মীদের ঘন্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে। হতাহতের কোন খবর নেই। তবে আগুনে পুড়ে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে বলে শোনা যায়। আগুন লাগার কোন কারণ জানা যায়নি। স্থানীয় পঞ্চশীলা সম্পাদিকা বেলি খাতুনের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই তাদের পল্লীতে আগুন লাগানো হয়েছে।

ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার ছাড়া (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিপরীত ফল দেবে কিনা সেটা স্বাস্থ্যদপ্তর ভালো জানবে। অন্যদিকে সাব সেন্টারের কর্মীদের ৮০% শিশুকে পোলিও খাওয়ানোর ব্যাপারে চাপ দেয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই দুঃস্থ কর্মীরা চাকরী বাঁচাতে সিরিঞ্জ হাতে দিশেহারা।